TRIPURAINFO

অ্যানালগ টিভি সিগন্যাল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আগামী এপ্রিলের পর – জানালেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব শ্রী অজয় মিত্তল

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৬

টেলিভিশন সম্প্রচারকে ডিজিটাল করে তোলার ক্ষেত্রে তৃতীয় পর্যায়ের সময়সীমার শেষ দিন ছিল ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬। কিন্তু তা আরও এক মাস বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩১ জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত। দেশের পৌর অঞ্চলের শহর এলাকাগুলির জন্য এই ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে, দেশের গ্রামীণ ও পল্লী অঞ্চলে চতুর্থ পর্যায়ের ডিজিটাল সম্প্রচার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আরও তিন মাস। অর্থাৎ, আগামী এপ্রিল, ২০১৭-র পর থেকে দেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে অ্যানালগ ব্যবস্থায় টিভি সম্প্রচারের কাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আজ কলকাতায় 'তথ্য যুগ:যুগান্তকারী রূপান্তর' – এই বিষয়টির ওপর কলকাতার মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)-তে ভাষণদানকালে ডিজিটাল টিভি সম্প্রচার সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার সচিব শ্রী অজয় মিত্তল বলেন, ডিজিটাল প্রচারমাধ্যমের কাজকর্ম চালু করার মধ্য দিয়ে এক বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা হবে। কারণ, সংবাদ, মুদ্রণ ও অন্যান্য বৈদ্যুতিন প্রচারের মতো কোন নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা এই ক্ষেত্রটিতে নেই। ফলে, সরকার ও সমাজ উভয়ের মধ্যেই এখনও এ সম্পর্কে সংশয় ও উদ্বেগ রয়ে গেছে। তবে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ইতিমধ্যে একটি নতুন প্রচারমাধ্যম উইং গঠন করেছে এবং সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বৈঠকেরও আয়োজন করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রতিনিধিই ঐ বৈঠকে যোগ দেননি।

শ্রী মিত্তল বলেন, নানা ধরনের যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যম ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। এর ফলে, একটি নতুন ও অপরিচিত মিডিয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে যা শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বড় ধরনের সুযোগ এনে দিয়েছে। স্টার্ট আপ উদ্যোগগুলি বড় বড় শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে বিশেষ চ্যালেঞ্জ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কালো টাকার বিরুদ্ধে অভিযানে প্রধানমন্ত্রী বিমুদ্রাকরণের যে পথ অবলম্বন করেছেন, তারও উল্লেখ করেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর বিশেষ প্রশংসা করে শ্রী মিত্তল বলেন যে এই ক্ষেত্রটি তাঁর কাছে এক সময় বিশেষ অপরিচিত ছিল বলে নিজেই স্বীকার করেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় সামিল হয়েছেন তিনি যাতে দেশ ও অর্থনীতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এই ধরনের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ যে অবশেষে দেশ ও জাতির কাছে সাফল্য এনে দিয়েছে এর নজির রয়েছে সমগ্র বিশ্বেই। প্রধানমন্ত্রীর এই অভিযানের সবচেয়ে ভালো দিকটি হল এই যে কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও দেশবাসী সমর্থন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে।

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব বলেন যে তাঁর মন্ত্রক নতুন প্রচারমাধ্যমের উদ্ভূত চাহিদাগুলির মোকাবিলায় দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করেছে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশন (আইআইএমসি) গড়ে তোলা হচ্ছে অন্যান্য রাজ্যেও। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আইআইএমসি-র শাখাটি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। অন্যদিকে, জম্মু ও মহারাষ্ট্রে আগামী এক বছরের মধ্যেই আইআইএমসি-র কাজ শুরু হয়ে যাবে।